ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

শ্রেণিঃ প্রথম

পাঠ ১ - আল্লাহর পরিচয়

মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সাথে কারও তুলনা হয় না। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনিই আমাদের মাবুদ। তিনি অনাদি ও অনন্ত।

আমরা মানুষ নিজে নিজে সৃষ্টি হইনি। আমরা মহান আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টি। মহান আল্লাহ তায়ালা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের জন্য যা যা প্রয়োজন সেগুলোও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আলো-বাতাস, পানি ও মাটি তৈরি করে তাঁর সকল সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখেন, লালন-পালন করেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা নিখুতভাবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুকে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করছেন। তিনি সর্বশক্তিমান। পৃথিবী ও মহাকাশের সবকিছুই তাঁর নির্দেশে চলে।

আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক আল্লাহ। আমাদের সুখ-দুঃখের মালিক আল্লাহ। আমাদের জীবন-মৃত্যুর মালিকও আল্লাহ।

আল্লাহ শাস্তি দিতে চাইলে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। আবার আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করলে তাকে কেউ মারতে পারে না। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভাল কাজ করব। তাঁর কাছেই সাহায্য চাইব এবং কেবল তাঁর উপরই ভরসা করব। তাঁর সকল হুকুম মেনে চলব ও তাঁর ইবাদত করব।

মহান আল্লাহ তায়ালার অনেক সুন্দর গুণবাচক নাম আছে। এই গুণবাচক নামসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠে। এই নামসমূহকে আসমাউল হুসনা বলা হয়।

নিম্নে আল্লাহ তায়ালার কিছু গুণবাচক নাম সমূহ অর্থসহ দেওয়া হলো।

আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নাম	গুণবাচক নামের অর্থ
১। আর রাহমান	পরম দয়ালু
২। আর রাহীম	পরম করুণাময়
৩। আল খালিক	সৃষ্টিকর্তা
৪। আর রাজ্জাক	রিজিকদাতা
৫। আল-মালিক	সর্বাধিকারী
৬। আল কাদীর	সর্বশক্তিমান
৭। আস-সালাম	শান্তিদাতা
৮। আল গাফুর	ক্ষমাশীল

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। আমরা একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করব। আল্লাহতায়ালার প্রতি এই আনুগত্যের নামই হচ্ছে ইসলাম।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ প্রথম

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

০১। মহান আল্লাহ তায়ালা কী কী সৃষ্টি করেছেন?

০২। আল্লাহ তায়ালা কিভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুকে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করছেন?

০৩। পৃথিবী ও মহাকাশের সবকিছু কার নির্দেশে চলে?

০৪। আল্লাহ তায়ালা আমাদের কিভাবে লালন-পালন করেছেন?

০৫। পাঁচটি বাক্যে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় দাও।

০৬। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কী কী করব?

০৭। আসমাউল হুসনা কাকে বলে?

০৮। আল্লাহ তায়ালার পাঁচটি গুণবাচক নাম অর্থসহ বল।

০৯। আল্লাহ তায়ালা আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন?

১০। ইসলাম বলতে কী বুঝ?

পাঠ ২ - ইমান

ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে ইমান। ইমান অর্থ বিশ্বাস।

ইসলামের মূল বিষয়গুলো অর্থাৎ এক আল্লাহ ও তার নবি-রাসুলগণ এবং তাঁর আসমানি কিতাব সমুহের প্রতি মনেপ্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করাকে **ইমান** বলে।

যার ইমান আছে তাকে **মুমিন** বলে।

তাওহিদ, ইমান ও ইসলামের মূল ভিত্তি হলো কালেমা তায়্যিবা।

কালেমা তায়্যিবা অর্থ হলো পবিত্র বাক্য। এ কালেমা স্বীকার না করলে কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না।

কালেমা তায়্যিবা

لَا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدُ رَّسُوْ لُ الله

উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। হযরত মূহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসুল।

অন্যদিকে কালেমা শাহাদাত হলো- সাক্ষ্য দানের বাক্য। অর্থাৎ এ কালেমা দ্বারা ইমানের সাক্ষ্য দেওয়া হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে বিশ্বাস করে, কলেমা শাহাদাত পাঠ করে আল্লাহর উপর ইমান আনতে হয়।

কালেমা শাহাদত

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه

উচ্চারণঃ আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

সুতরাং আমরা শুদ্ধভাবে কালিমা পড়ব এবং কালিমার মর্মার্থ অনুসারে আমল করব।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ প্রথম

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

০১। ইমান শব্দের অর্থ কী?

০২। ইমান কাকে বলে?

০৩। কাদের মুমিন বলা হয়?

০৪। তাওহিদ, ইমান ও ইসলামের মূল ভিত্তি কী?

০৫। কালেমা তায়্যিবার শাব্দিক অর্থ কী?

০৬। কালেমা শাহাদাতের শাব্দিক অর্থ কী?

০৭। আমরা কোন কালিমার মাধ্যমে ইমানের সাক্ষ্য প্রদান করি?

০৮। কিভাবে আল্লাহর উপর ইমান আনতে হয়?

০৯। কালেমা তায়্যিবা অর্থসহ শুদ্ধভাবে বল।

১০। কালেমা শাহাদাত অর্থসহ শুদ্ধভাবে বল।

পাঠ ৩ - নবি-রাসুল

আল্লাহ যাদের কাছে বাণী প্রেরণ করেন ও তাঁর দ্বীন প্রচার করার জন্য মনোনীত করেন, তাঁদের নবি-রাসুল বলে। মহান আল্লাহ মানুষের হেদায়াতের জন্য পৃথিবীতে অনেক নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন।

নবি-রাসুলগণ আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। তাঁরা ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, নিষ্পাপ ও বুদ্ধিসম্পন্ন। তারা সর্বদা নেক ও ভালো কাজ করতেন। অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকতেন। তারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

নবি-রাসুলগণ ছিলেন মানুষের জন্য আদর্শ শিক্ষক। তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণ সাধন করেছেন। সত্যের প্রচার ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তাঁরা যা বলেছেন ও করেছেন সবই আল্লাহর নির্দেশে। নিজ খেয়াল খুশী মতো অথবা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁরা কখনো কোনো কিছু করেননি। আমরা সকল নবি-রাসুলকে বিশ্বাস, সম্মান ও শ্রদ্ধা করি।

নবি-রাসুলগণ আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত অহির মাধ্যমে তাঁরা জ্ঞান লাভ করতেন। অহি মানে আল্লাহর বাণী। যাঁদের নিকট আসমানি কিতাব এসেছে, তাঁরা হলেন রাসুল। যাঁদের নিকট আসমানি কিতাব আসেনি, তাঁরা হলেন নবি।

এই পৃথিবীতে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবি হলেন হযরত আদম (আ)। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিজেই মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

আর শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হলেন হযরত মুহাম্মদ (স)। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল এবং রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার পবিত্র মক্কা নগরীতে বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিদায় হজের পরে তিনি ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে এবং হিজরি একাদশ সালের ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

তিনি সবসময় ভালো ভালো কাজ করতেন, ভালো ভালো কথা বলতেন, মানুষকে ভালো কাজের উপদেশ দিতেন। তিনি মানুষের বিপদে আপদে সাহায্য করতেন। তিনি সবসময় সত্য কথা বলতেন ও কথা দিয়ে কথা রাখতেন। সবাই তাঁকে বিশ্বাস করত। একারণে সবাই তাঁকে 'আল আমিন' বলে ডাকত। 'আল আমিন' এর অর্থ পরম বিশ্বস্ত।

হযরত মুহাম্মদ (স) এর বয়স যখন চল্লিশ বছরের কাছাকাছি তখন তিনি ব্যকুল হয়ে উঠেন। এসময়ে তিনি জাবালে নূরের হেরা গুহায় আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। অবশেষে রমজান মাসে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা জিবরাইল (আ) এর মাধ্যমে তাঁর নিকট কুরআন মজিদের সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাজিল করেন। এটাই হলো হযরত মুহাম্মদ (স) এর চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ।

নবুয়ত লাভের পর দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে হযরত মুহাম্মদ (স) এর নিকট এই বাণীসমূহ পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিছু বাণী মক্কায় এবং কিছু বাণী মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ প্রথম

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

০১। কাদেরকে নবি-রাসুল বলা হয়?

০২। পৃথিবীতে কেন অনেক নবি-রাসুলগণ এসেছিল ?

০৩। নবি-রাসুলগণের কী কী গুণ থাকে?

০৪। আমরা কেন সকল নবি-রাসুলকে বিশ্বাস, সম্মান ও শ্রদ্ধা করি?

০৫। নবি-রাসুলগণ কিভাবে জ্ঞান লাভ করতেন?

০৬। অহি অর্থ কী?

০৭। নবি ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য কী?

০৮। আমাদের প্রথম নবির নাম কী ?

০৯। আল্লাহ তায়ালা প্রথম মানুষ ও নবিকে কিভাবে সৃষ্টি করেছিলেন?

১০। পৃথিবীর শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি কে ?

১১। হযরত মুহাম্মদ (স) কবে ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?

১২। হযরত মুহাম্মদ (স) কবে ও কোথায় ইন্তেকাল করেন ?

১৩। 'আল আমীন' এর অর্থ কী ?

১৪। হযরত মুহাম্মদ (স) কে কেন সবাই 'আল আমীন' বলে ডাকত ?

১৫। হযরত মুহাম্মদ (স) কখন নবুয়ত লাভ করেন?

১৬। হযরত মুহাম্মদ (স) কোথায় আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন?

১৭। হযরত মুহাম্মদ (স) নবুয়ত লাভ করার সময় আল্লাহ তায়ালা কোন ফেরেশতার মাধ্যমে কুরআন মজিদের আয়াত নাজিল করেন?

১৮। হযরত মুহাম্মদ (স) নবুয়ত লাভ করার সময় আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদের কোন সূরার কয়টি আয়াত নাজিল করেন?

১৯। কত বছর ধরে এবং কিভাবে কুরআন মজিদ নাজিল হয়েছিল?

২০। কোথায় কোথায় কুরআন মজিদের বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল?

পাঠ ৪ - ইবাদত

'ইবাদত' আরবি শব্দ। এর অর্থ দাসত্ব বা আনুগত্য। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যই হলো ইবাদত। আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য স্বীকার করে তার যাবতীয় আদেশ নির্দেশ মেনে চলাকে ইবাদত বলে।

ইবাদত শব্দটির অর্থ ব্যাপক। যেমনঃ সালাত আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, রোগীর সেবা করা, কথা বলার সময় সত্য কথা বলা সবকিছুই ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইবাদত করলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন।

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। সেগুলো হচ্ছে -

১। ইমান ২। সালাত ৩। সাওম ৪। হজ ৫। যাকাত

ইতিমধ্যেই আমরা ইমান সম্পর্কে জেনেছি। ইমানের পরেই সালাতের স্থান। সালাত সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

দিনে-রাতে মোট পাঁচবার সালাত আদায় করতে হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হলো -

১। ফজর ২। যোহর ৩। আসর ৪। মাগরিব ৫। ইশা

সাত বছর বয়স থেকে সকল মুসলমানদের ওপর সালাত আদায় করা ফরজ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার হুকুম ও রাসুল (স) এর দেখানো পথে যে কোনো ভালো কাজ করাও ইবাদত। যেমনঃ শিক্ষা লাভ করা, সবসময় সত্য কথা বলা, মিথ্যা না বলা, সালাম দেওয়া, মা-বাবার কথামতো চলা, রোগীর সেবা করা, ইয়াতীম-মিসকিনকে সাহায্য করা, খাওয়া-পরা, ঘুমানো, দৈনন্দিন কাজ করা, শরীরচর্চা করা, জীবে দয়া করা ইত্যাদি।

তাই আমরা আন্তরিকতার সাথে সর্বদা ইবাদত পালন করব। আমাদের জীবন সর্বক্ষণই যাতে আল্লাহর ইবাদতে গণ্য হয় সে চেষ্টা অব্যাহত রাখব।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ প্রথম

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

১। ইবাদত শব্দের অর্থ কী?

২। ইবাদত কাকে বলে ?

৩। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন?

৪। কোন কোন কাজ ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে?

৫। ইসলামের ভিত্তি কয়টি ও কী কী ?

৬। সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কোনটি?

৭। দিনে-রাতে মোট কত বার সালাত আদায় করতে হয় ? ওয়াক্তগুলোর নাম উল্লেখ কর।

৮। কত বছর বয়স থেকে মুসলমানদের ওপর সালাত ফরজ ?

৯। কি কি ভালো কাজ করাও ইবাদত ?

১০। আমরা কিভাবে ইবাদত পালন করব?

১১। আমাদের কেন সর্বক্ষণ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে?

পাঠ ৫ - কুরআন মজিদ শিক্ষা

কুরআন মজিদ আল্লাহর কালাম। সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এটি মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

সালাতে কুরআন মজিদ তিলওয়াত করা ফরজ। তাই তিলওয়াত শুদ্ধ হওয়া দরকার। সেজন্য আমরা কুরআন মজিদ শুদ্ধ করে শিখব। অপরকে শিখাব। কুরআন মজিদের নির্দেশমতো চলব।

কুরআন মজিদের ভাষা আরবি। আরবিতে ২৯ টি অক্ষর বা হরফ আছে। আরবি পড়তে ও লিখতে হয় ডানদিক থেকে।

আরবি ২৯ টি হরফঃ

د	خ	ح	ج	ث	ت	ب	ا
ط	ض	ص	ش	س	ز	ر	ذ
م	ل	ك	ق	ف	غ	ع	ظ
ي		ء		ه		و	ن

শব্দের শুরুতে, মাঝে, ও শেষে আরবি হরফগুলোর বিভিন্ন রূপঃ

একত্রে	শেষে	মাঝে	প্রথমে	বর্ণ
ا	بابا = ا	باب = ا	ا = ا ب	ا
ببب	حب = ب	جبل = بـ	باب = بـ	ب
تتت	بيت = ت	فتح = تـ	تمر = تـ	ت
ثثث	بحث = ث	مثل = ثـ	ثمر = ثـ	ث
ججج	حج = ج	فجر = جـ	جبل = جـ	ج
ححح	صلح = ح	بحث = حـ	حبل = حـ	ح
خخخ	شيخ = خ	بخت = خـ	خبر = خـ	خ
د د	بعد = د	مدد = د	دار = د	د
ذ ذ	لذيذ = ذ	هذا = ذ	ذيل = ذ	ذ

একত্রে	শেষে	মাঝে	প্রথমে	বর্ণ
ر ر	ـر = قبر	ـر = فرق	ر = ريب	ر
ز ز ز	ـز = هز	ـز = هزق	ز = زهق	ز
سسس	ـس = ليس	ـسـ = مسح	سـ = سيل	س
ششش	ـش = عطش	ـشـ = مشط	شـ = شيس	ش
صصص	ـص = نص	ـصـ = بصر	صـ = صل	ص
ضضض	ـض = بيض	ـضـ = فضل	ضـ = ضل	ض
ططط	ـط = بط	ـطـ = مطر	طـ = طب	ط
ظظظ	ـظ = جظ	ـظـ = مطل	ظـ = ظل	ظ
ععع	ـع = سبع	ـعـ = نعم	عـ = عين	ع
غغغ	ـغ = رسغ	ـغـ = بغير	غـ = غير	غ
ففف	ـف = صف	ـفـ = سفر	فـ = فن	ف
ققق	ـق = حق	ـقـ = لقب	قـ = قمر	ق
ككك	ـك = شك	ـكـ = بكر	كـ = كف	ك
للل	ـل = خيل	ـلـ = ملل	لـ = ليل	ل
ممم	ـم = كم	ـمـ = قمر	مـ = من	م
ننن	ـن = من	ـنـ = سند	نـ = نور	ن
ووو	ـو = دلو	ـو = نور	و = ويل	و
ههه	ـه = طه	ـهـ = سهر	هـ = هم	ه
ء ئ ء	ء = شاء	ـئـ = سئل	أ = أمر	ء
ييي	ـى = نبي	ـيـ = خير	يـ = يد	ي

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ প্রথম

হরকত

আরবি শব্দ উচ্চারণ করার জন্য যে স্বরচিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে হরকত বলে ।
হরকত তিনটি। যথাঃ

যবর ـَ , যের ـِ , পেশ ـُ

১। হরফের উপর যবর থাকলে উচ্চারণে আ-কার হবে।

عَ	صَ	سَ	رَ	دَ	جَ	تَ	اَ
আ	সা	ছা	রা	দা	জা	তা	আ

حَ	كَ	نَ	مَ	هَ	لَ	قَ	فَ
হা	কা	না	মা	হা	লা	ক্বা	ফা

নিচে যবরযুক্ত (ـَ) ছকটি পড় ও লিখ।

دَ	خَ	حَ	جَ	ثَ	تَ	بَ	اَ
طَ	ضَ	صَ	شَ	سَ	زَ	رَ	ذَ
مَ	لَ	كَ	قَ	فَ	غَ	عَ	ظَ
			يَ	ءَ	هَ	وَ	نَ

২। হরফের নিচে যের থাকলে উচ্চারণে ই-কার হবে।

عِ	صِ	سِ	رِ	دِ	جِ	تِ	اِ
ই	সি	ছি	রি	দি	জি	তি	ই

حِ	كِ	نِ	مِ	هِ	لِ	قِ	فِ
হি	কি	নি	মি	হি	লি	ক্বি	ফি

নিচে যেরযুক্ত (ـِ) ছকটি পড় ও লিখ।

دِ	خِ	حِ	جِ	ثِ	تِ	بِ	اِ
طِ	ضِ	صِ	شِ	سِ	زِ	رِ	ذِ
مِ	لِ	كِ	قِ	فِ	غِ	عِ	ظِ
			يِ	ءِ	هِ	وِ	نِ

৩। হরফের উপর পেশ থাকলে উচ্চারণে উ-কার হবে।

عُ	صُ	سُ	رُ	دُ	جُ	تُ	اُ
উ	সু	ছু	রু	দু	জু	তু	উ
حُ	كُ	نُ	مُ	هُ	لُ	قُ	فُ
হু	কু	নু	মু	হু	লু	কু	ফু

নিচে পেশযুক্ত (ـُـ) ছকটি পড় ও লিখ।

دُ	خُ	حُ	جُ	ثُ	تُ	بُ	اُ
طُ	ضُ	صُ	شُ	سُ	زُ	رُ	ذُ
مُ	لُ	كُ	قُ	فُ	غُ	عُ	ظُ
			يُ	ءُ	هُ	وُ	نُ

তানবীন

দুই যবর (ـً), দুই যের (ـٍ) ও দুই পেশ (ـٌ) -কে তানবীন বলে।

তানবীনের উচ্চারণ নূনযুক্ত হয়।

বা দুই যবর بًـ = বান

বা দুই যবর بٍـ = বিন

বা দুই যবর بٌـ = বুন

তানবীনের অবস্থান উদাহরণসহ নিচের ছক থেকে জেনে নেই –

পরিচয়	চিহ্ন	অবস্থান	উদাহরণ
দুই যবর	ـً	হরফের উপরে	بًا
দুই যের	ـٍ	হরফের নিচে	بٍ
দুই পেশ	ـٌ ـٌ	হরফের উপরে	بٌ

দুই যবর (ـً) যুক্ত তানবীনের এই ছকটি পড় ও লিখ।

دً	خً	حً	جً	ثً	تً	بً	اً
طً	ضً	صً	شً	سً	زً	رً	ذً
مً	لً	كً	قً	فً	غً	عً	ظً
			يً	ءً	هً	وً	نً

দুই যের (ـٍـ) যুক্ত তানবীনের এই ছকটি পড় ও লিখ।

دٍ	خٍ	حٍ	جٍ	ثٍ	تٍ	بٍ	اٍ
طٍ	ضٍ	صٍ	شٍ	سٍ	زٍ	رٍ	ذٍ
مٍ	لٍ	كٍ	قٍ	فٍ	غٍ	عٍ	ظٍ
			يٍ	ءٍ	هٍ	وٍ	نٍ

দুই পেশ (ـٌـ) যুক্ত তানবীনের এই ছকটি পড় ও লিখ।

دٌ	خٌ	حٌ	جٌ	ثٌ	تٌ	بٌ	أٌ
طٌ	ضٌ	صٌ	شٌ	سٌ	زٌ	رٌ	ذٌ
مٌ	لٌ	كٌ	قٌ	فٌ	غٌ	عٌ	ظٌ
			يٌ	ءٌ	هٌ	وٌ	نٌ

জযম

আরবিতে এমন অনেক শব্দ আছে যেখানে অনেক হরফ রয়েছে যাদের যবর, যের, পেশ নেই। কিন্তু আগের হরফের যবর, যের, পেশ রয়েছে। এই যবর, যের, পেশ বিহীন হরফটি উচ্চারণের জন্য একটি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নকে জযম বলে।

জযমের অপর নাম সাকিন।

জযম বা সাকিনকে তিনটি চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমনঃ (ـْـ / ـ^ـ / ـۡـ)

উদাহরণঃ بَنْ বা নূন যবর = বান

بِنْ বা নূন যের = বিন

بُنْ বা নূন পেশ = বুন

সুতরাং কোন হরফের উপর জযম বা সাকিন থাকলে পূর্বের হরফের সাথে মিলিয়ে একত্রে একবার উচ্চারণ করতে হয়।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ প্রথম

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

০১। কুরআন মজিদ কাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ?

০২। কুরআন মজিদের ভাষা কী?

০৩। কুরআন মজিদ কার কালাম?

০৪। আমরা কেন কুরআন মজিদ শুদ্ধ করে শিখব?

০৫। আরবি হরফ কয়টি? আরবি হরফগুলো লিখ।

০৬। আরবি ভাষা কোন দিক থেকে পড়তে ও লিখতে হয় ?

০৭। হরকত কাকে বলে? হরকত কয়টি ও কী কী ?

০৮। হরকতের চিহ্নগুলো হরফের কোথায় থাকে ?

০৯। তানবীন কাকে বলে?

১০। তানবীনের চিহ্নগুলো হরফের কোথায় কোথায় থাকে ?

১১। জযম কাকে বলে ?

১২। জযমের আরেক নাম কী ?

১৩। জযমের চিহ্ন কয়টি ও কী কী ?

১৪। জযম কীভাবে উচ্চারণ করতে হয় ?

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ প্রথম

পাঠ ৬ - দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। ইসলামে রয়েছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব সমস্যার সঠিক সমাধান। আর এতে রয়েছে মৃত্যুর পর আখেরাতের অনন্ত জীবনে নিশ্চিত সুখ-শান্তি লাভের উপায়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামই হচ্ছে আমাদের আদর্শ ও আলোকবর্তিকা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন -

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

উচ্চারণঃ ইন্নাদ্দীনা 'ইনদাল্লা-হিল ইছলা-মু

অর্থঃ 'নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।' (সুরা আল-ইমরানঃ আয়াত ১৯)

দৈনন্দিন জীবনে সবসময় সকলের উচিত আল্লাহকে স্মরণ করা, আল্লাহকে ভয় করা এবং আল্লাহর বিধি মোতাবেক জীবনযাপন করা। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যেমন ইসলামের অনুসরণ করবে, তেমনি অন্য মানুষকে ইসলাম অনুসরণ করতে উৎসাহ দিবে।

আমাদের জীবনে প্রতিটি ভালো কাজের জন্য বিভিন্ন দোয়া রয়েছে যা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর দৈনন্দিন জীবনে পালন করেছেন। এই দোয়াসমুহ পড়ে সেই কাজগুলো করলে কাজে যেমন বরকত ও সফলতা আসে, তেমনি সওয়াবও লাভ হয়।

সালাম বিনিময়ঃ

সালাম একটি সম্মানজনক অভ্যর্থনামূলক ইসলামী অভিবাদন যার মাধ্যমে শান্তির জন্য দোয়া করা হয়। সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে মানুষ যেমন পরস্পর পরস্পরের জন্য দোয়া করেন তেমনি প্রীতিময় সুন্দর সুসম্পর্ক ও মনের মিল তৈরি হয়।

সালাম পুণ্যময় একটি ইবাদত। ইসলামে সালামের গুরুত্ব অপরিসীম। সালাম একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ শান্তি, প্রশান্তি, কল্যাণ, দোয়া, শুভকামনা। 'আস'সালাম- আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম নাম এবং জান্নাতের নাম সমূহের মধ্যে একটি জান্নাতের নাম।

আল্লাহ তায়ালা' সর্বপ্রথম আদমকে (আ) সালামের শিক্ষা দেন। হযরত আদম (আ) কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তায়ালা' তাকে ফেরেশতাদের সালাম দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি সালাম দিলে ফেরেশতারাও এর উত্তর দেন।

একজন মুসলমানের সঙ্গে অপর মুসলমানের দেখা হলে কথা বার্তার আগে সালাম দিতে হবে।

সালামঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ - আসসালামু আলাইকুম

অর্থঃ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

সালামের জওয়াবঃ وَعَلَيْكُمُ السَّلَام - ওয়া আলাইকুমুস সালাম

অর্থঃ আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) বলেন, যখন দুই জন মুসলমানের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, সালাম-মুসাফাহা (হাতে হাত মেলায়) করে তখন একজন অপরজন থেকে পৃথক হওয়ার আগেই তাদের সব গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

শুধু দেখাসাক্ষাতেই সালাম সীমাবদ্ধ নয় বরং কারো সঙ্গে দেখা করার জন্য তার- বাড়িতে গিয়ে ঘরে প্রবেশের আগে সালাম দেয়া জরুরি। আবার বাহিরের কাজ শেষে নিজ বাড়িতে গিয়ে ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দিতে হবে।

সালাম হলো ইমানের অঙ্গ এবং জান্নাতে প্রবেশের একটি রাস্তা। যে আগে সালাম দিবে সে বেশি সওয়াব পাবে। হযরত মুহাম্মদ (স) ছোট বড় সবাইকে আগে সালাম দিতেন এবং সবাইকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

সালাম বিনিময়ে সঠিক উচ্চারণের গুরুত্ব

উপরোল্লিখিত সঠিক উচ্চারণ ছাড়া 'স্লামালিকুম', 'আস্লামালেকুম' 'আসসামালাইকুম', অলাইকুম সালাম, অলাইকুম আস সালাম-সহ যতরকম ভুলভাল উচ্চারণ প্রচলিত আছে, তা সজ্ঞানে বর্জন করতে হবে।

কেননা এসব ভুল উচ্চারণ কখনো সালামের অর্থকে পরিবর্তন করে দেয় অথবা সালামকে করে দেয় নিরর্থ। যেমনঃ 'আসসামালাইকুম' বা আরও ভুল উচ্চারণে 'আসসামু আলাইকুম' অর্থ হয় ।'আপনার মৃত্যু হোক'–

অতএব, এখন থেকে যখনই কাউকে সালাম দিব, এর অর্থ অন্তরে অনুভব করে যথাসম্ভব সঠিক উচ্চারণে দিব।

আল্লাহু আকবারঃ আল্লাহু আকবার (الله أكبر) এর অর্থ আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ ।

আল্লাহু আকবার বললে আল্লাহ বরকত দেন। আযান দেওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলতে হয়। আল্লাহু আকবার বললে শয়তান অনেক দূরে চলে যায়। হালাল প্রাণী (যেমনঃ হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল ইত্যাদি) জবাই করার সময় আল্লাহু আকবার বলতে হয়।

আলহামদুলিল্লাহঃ আলহামদুলিল্লাহ (اَلْحَمْدُ لِل) এর অর্থ সকল প্রশংসা আল্লাহরই।

ভালো কোনো কিছু দেখলে বা শুনলে এবং কোন ভালো কাজ শেষ করলে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ স্বরূপ আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয়। এটি সর্বোত্তম দোয়া।

কেউ আলহামদুলিল্লাহ বললে আল্লাহ তাকে আল্লাহ সওয়াব দিবেন। আরো ভাল রাখবে। অবস্থার আরো উন্নতি করে দেবে। ভাল থেকে আরো ভাল করে দেবেন। আলহামদুলিল্লাহ না বললে অবস্থা যা আছে ওটাকে আরো খারাপ করে দেবেন।

সুবহানাল্লাহঃ সুবহানাল্লাহ (سُبْحَانَ الله) এর অর্থ সকল পবিত্রতা আল্লাহর অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় মন্দ ও সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

আল্লাহর কুদরতের কথা শুনলে বা দেখলে, আশ্চর্যজনক ভালো কোনো কাজ হতে দেখলে কিংবা বিস্ময়কর ভালো কোনো কথা শুনলে সাধারণত এটি বলা হয়ে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা এই বাক্যটি নিজের জন্য পছন্দ করেছেন। তিনি এই বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট হন। এই জিকিরের শব্দটি মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে অত্যন্ত পছন্দনীয়।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, "১০০ বার সুবহানাল্লাহ বললে, তার জন্য ১০০০ হাজার নেকি লেখা হবে। এবং তার ১০০০ পাপ মোচন করা হবে।" (মুসলিমঃ ২৬৯৮, তিরমিযীঃ ৩৪৬৩)

মাশাআল্লাহঃ মাশাআল্লাহ (مَا شَاءَ ٱللَّهُ) এর অর্থ আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই হয় ।

এটি আলহামদুলিল্লাহ এর মতোই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে বিস্ময়কর কোনো কিছু দেখলে এই শব্দ বলা যায়। অর্থাৎ যেকোনো সুন্দর ও ভালো ব্যাপারে এটি বলা হয়।

প্রত্যেক কাজে খুশি হয়ে মাশাআল্লাহ কেউ উচ্চারণ করলে আল্লাহ তায়ালা তার ওপর অনেক খুশি হন।

ইনশাআল্লাহঃ ইনশাআল্লাহ (إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ) এর অর্থ মহান আল্লাহ যদি চান।

ভবিষ্যতের হবে, করবো বা ঘটবে এমন কোনো ভালো কাজের ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বলতে হয়। ইনশাআল্লাহ বললে আল্লাহ খুশি হন। আল্লাহ খুশি হলে কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। ভবিষ্যতের বাধাবিপত্তি কেটে যায়।

কেউ যদি বলে, 'ইনশাআল্লাহ' ভালো আছি। তাহলে এ বাক্যটির ব্যবহার অশুদ্ধ হবে। কারণ, 'ইনশাআল্লাহ' ব্যবহার হয় কেবল ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে।

যেকোনো বৈধ কাজে 'ইনশাআল্লাহ' বললে সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু অবৈধ কোনো কাজ করার ব্যাপারে 'ইনশাআল্লাহ' বলা জায়েজ নেই। চুরি, ডাকাতি, দুর্নীতি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ যাবতীয় অপরাধ ও অনৈতিক কাজে 'ইনশাআল্লাহ' বলা সম্পূর্ণ হারাম।

যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কাজই আমাদের দ্বারা করা সম্ভব নয় তাই আমাদের উচিত প্রতিটি সঠিক কাজ করার আগে ইনশাআল্লাহ বলে নেওয়া।

নাউযুবিল্লাহঃ নাউযুবিল্লাহ (نَعُوْذُبِا اللهَ) এর অর্থ আমরা মহান আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

যে কোনো মন্দ ও গুনাহের কাজ দেখলে তার থেকে নিজেকে আত্মরক্ষার্থে এটি বলতে হয়।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, "তোমরা ভয়াবহ বিপদ, হতভাগ্যের অতল গহবর, মন্দ ভাগ্য এবং শত্রুর আনন্দ প্রকাশ থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।" (বুখারীঃ ৬১৬৩)

আসতাগফিরুল্লাহঃ আসতাগফিরুল্লাহ (أَسْتَغْفِرُ اللهَ) এর অর্থ আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।

অনাকাঙ্খিত কোনো অন্যায় বা গুনাহ হয়ে গেলে এটি বলতে হয়।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) প্রতিদিন ৭০ বারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন ও তাওবা করেছেন। (বুখারীঃ ৬৩০৭)

জাযাকাল্লাহ খাইরঃ জাযাকাল্লাহ খাইর (جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا) এর অর্থ মহান আল্লাহ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

কেউ আপনার কোনো উপকার করলে তাকে জাযাকাল্লাহ খাইর বলতে হয়।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, 'কারো প্রতি কৃতজ্ঞতার আচরণ করা হলে ওই ব্যক্তি কৃতজ্ঞতার আচরণকারীকে যদি 'জাযাকাল্লাহু খাইরান' বলে ; তবে সে যেন তার যথাযোগ্য প্রশংসা করল।'

(তিরমিজিঃ২০৩৫)

ঘুম থেকে উঠার দোয়াঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

উচ্চারণঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আহইয়ানা বাদা মা আমা'তানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর।
অর্থঃ সব প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য, যিনি মৃত্যুর পর আমাদের জীবন দান করেছেন এবং তার দিকেই আমাদের পুনরুত্থান।

ঘুমানোর সময় পড়ার দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া।
অর্থঃ হে আল্লাহ ! আপনার নামেই মরে যাই আবার আপনারই নামে জীবন লাভ করি।

খাওয়ার শুরু করার দোয়াঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ

বিসমিল্লাহি ওআ'আলা বারকাতিল্লাহ।
অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং আল্লাহ তায়ালার বরকতের সাথে এ খাবার খাচ্ছি।

খাওয়ার শুরুতে দোয়া পড়তে ভুলে গেলে খাওয়ার মাঝে স্মরণ আসার পর এই দোয়া পড়তে হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَه وَآخِرَه

বিসমিল্লাহি আওওয়ালাহু ওয়া আখীরাহ।
অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু এবং শেষ করছি।

খাওয়ার শেষ করার দোয়াঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

আলহামদুলিল্লাহিল্লাজী আত্ব আ'মানি ওয়া ছাক্কানি ওয়া জাআলানি মিনাল মুছলেমীন।
অর্থঃ সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জন্য যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।

কেউ খাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ না বললে সেই খাবারে শয়তান তার সাথে অংশগ্রহণ করে, বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করলে সেই খাবার থেকে শয়তান কিছু খেতে পারেনা।

আর কেউ যদি বিসমিল্লাহ না বলে খাওয়া শুরু করে এবং পরে মনে করে খাওয়ার দোয়া পড়ে, তাহলে শয়তান যা খায় তা বমি করতে বাধ্য হয়।

রাসুল (স) বলেন, 'যে খাবারে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না, শয়তান সেই খাবারকে তার জন্যে হালাল মনে করে।'

টয়লেটে যাওয়ার আগে দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِ نِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবসী ওয়াল খাবায়িস।
অর্থঃ হে আল্লাহ ! আমি মন্দ কাজ ও শয়তান থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দোয়া

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذَى وَعَافَانِيْ

গুফরানাকা আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আজহাবা আ'ন্নিল আজা ওয়া আ'ফানী।
অর্থঃ আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার কাছ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু বের করে দিয়েছেন এবং আমাকে নিরাপদ করেছেন।

বাথরুম বা টয়লেট নাপাক ও নোংরা স্থান। নাপাক ও নোংরা স্থানে শয়তান বাস করে। কেউ টয়লেটে প্রবেশের সময় দোয়া না পড়লে শয়তান আমাদেরকে দেখতে পায়। কিন্তু কেউ যদি টয়লেটে প্রবেশ করার আগে উপরোক্ত দোয়াটি পড়ে নেয়, তবে শয়তান তাকে আর দেখতে পায় না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। এই দোয়ার পড়ার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করি।

হাই আসলে কী করতে হবে?

হাই আসে অলসতা ও জড়তার কারণে। আর এ সব আসে শয়তানের কাছ থেকে। কাজেই আমাদের যখন হাই আসবে যথাসম্ভব তা রোধ করতে হবে। কেননা কেউ হাই তুললে শয়তান তার প্রতি হাসে।

আমারা হাই তুলি অলসতা ও জড়তার কারণে। এই হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। কাজেই আমাদের যখন হাই আসবে যথাসম্ভব তা রোধ করতে হবে। কেননা কেউ হাই তুললে শয়তান তার প্রতি হাসে।

(বুখারীঃ ৩২৮৯)

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণিঃ প্রথম

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

০১। ইসলামে আমাদের জীবনের ও আখেরাতের জন্য কী কী রয়েছে?

০২। পবিত্র কুরআনের সুরা আল-ইমরানে আল্লাহ তায়ালা ইসলাম সম্পর্কে কী বলেছেন?

০৩। দৈনন্দিন জীবনে সবসময় সকলের কী কী করা উচিত?

০৪। হযরত আদম (আ) কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তায়ালা' তাঁকে কী নির্দেশ দেন?

০৫। সালামের অর্থ কী?

০৬। একজন মুসলমানের সঙ্গে অপর মুসলমানের দেখা হলে কখন সালাম দিতে হবে?

০৭। আমরা কিভাবে সালাম এবং সালামের জবাব দিব? অর্থসহ উল্লেখ কর।

০৮। দেখাসাক্ষাত ছাড়া আর কী কী ক্ষেত্রে সালাম দিতে হবে?

৯। আগে সালাম দিলে কী হয়?

১০। সালামের উচ্চারণ ভুল হলে কী হয়?

১১। আল্লাহু আকবার এর অর্থ কী? আল্লাহু আকবার বললে কী ঘটে? কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহু আকবার বলতে হয়?

১২। আলহামদুলিল্লাহ শব্দের অর্থ কী? কখন ও কেন আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয়?

১৩। আলহামদুলিল্লাহ বললে কী হয়? আর না বললে কী হয়?

১৪। সুবহানাল্লাহ শব্দের অর্থ কী? কখন সুবহানাল্লাহ বলতে হয়?

১৫। সুবহানাল্লাহ ১০০ বার বললে কী হয়?

১৬। কোন জিকিরের শব্দ মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে অত্যন্ত পছন্দনীয়?

১৭। আলহামদুলিল্লাহ এর মতো আর কী শব্দ ব্যবহার করা হয়? তার অর্থ বল।

১৮। কখন মাশাআল্লাহ বলতে হয়?

১৯। ইনশাআল্লাহ শব্দের অর্থ কী? কখন ও কেন ইনশাআল্লাহ বলতে হয়?

২০। কোন কোন ক্ষেত্রে 'ইনশাআল্লাহ' বলা সম্পূর্ণ হারাম?

২১। নাউযুবিল্লাহ শব্দের অর্থ কী? কখন ও কেন নাউযুবিল্লাহ বলতে হয়?

২২। আমরা কখন আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করব?

২৩। অনাকাঙ্খিত কোনো অন্যায় বা গুনাহ হয়ে গেলে কী বলতে হয় ? তার অর্থ বল।

২৪। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) প্রতিদিন কতবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন ও তাওবা করেছেন?

২৫। জাযাকাল্লাহ খাইর শব্দের অর্থ কী? কখন জাযাকাল্লাহ খাইর বলতে হয়?

২৬। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) জাযাকাল্লাহ খাইর বলার ক্ষেত্রে কী বলেছেন?

২৭। ঘুম থেকে উঠার সময় কোন দোয়া পড়তে হয়? তার অর্থ বল।

২৮। ঘুমানোর সময় কোন দোয়া পড়তে হয়? তার অর্থ বল।

২৯। খাওয়া শুরু করার সময় কোন দোয়া পড়তে হয়? তার অর্থ বল। এই দোয়া না পরলে কী ঘটে?

৩০। খাওয়া শেষ করার সময় কোন দোয়া পড়তে হয়? তার তার অর্থ বল।

৩১। খাওয়া শুরুতে দোয়া পড়তে ভুলে গেলে খাওয়ার মাঝে স্মরণ আসার পর কোন দোয়া পড়তে হয়? তার অর্থ বল। এই দোয়া পড়লে কি ঘটে?

৩২। রাসুল (স) খাওয়া শুরুর দোয়ার বিষয়ে কী বলেছেন?

৩৩। টয়লেটে যাওয়ার আগে কোন দোয়া পড়তে হয়? তার অর্থ বল। এই দোয়া না পড়লে কী ঘটে?

৩৪। টয়লেটে থেকে বের হওয়ার সময় কোন দোয়া পড়তে হয়? তার অর্থ বল।

৩৫। হাই আসলে কী করতে হবে?